ফিতরাত

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছেঃ "কোরআন ও হাদীসের আলোকে ফিতরাত"।

ف ط ر অক্ষর দ্বারা ৬টি ফরমে গঠিত শব্দসমূহ পবিত্র কোরআন মজীদে ২০ বার এসেছে।

১) فَطَرَ ফরম ১ ক্রিয়া Form 1 verb অর্থ to create সৃষ্টি করা, ১০ বার কোরআন মজীদে ব্যবহৃত হয়েছে ।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছেঃ

সুরা ৬ আন'আম, আয়াতঃ ৭৯

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (79)

আমার মুখমন্ডলকে আমি একনিষ্ঠভাবে সেই মহান সত্তার দিকে ফিরাচ্ছি যিনি আকাশমন্ডল ও ভূ-মন্ডলকে সৃষ্টি করেছেন, আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছেঃ

সুরা ১১ হুদ, আয়াতঃ ৫১

يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ (51)

হে আমার কওম! আমি এর জন্যে তোমাদের কাছে কোন বিনিময় চাই না, আমার বিনিময় শুধু তারই যিম্মায় রয়েছে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন; তবুও কি তোমরা বুঝ না?

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছেঃ

সুরা ১৭ বনী ইসরাঈল, আয়াতঃ ৫১

أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا (51)

অথবা এমন সৃষ্টি যা তোমাদের ধারণায় খুবই কঠিন;তারা বলবেঃ কে আমাদেরকে পুনরুত্থিত করবে ? বলঃ তিনিই

যিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন; অতঃপর তারা তোমার সামনে মাথা নাড়বে ও বলবে ওটা কবে? বলঃ হবে সম্ভবত শিঘ্রই।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছেঃ

সুরা ১৯ মারিয়াম, আয়াতঃ ৯০

تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا (90)

এতে যেন আকাশসমূহ বিদীর্ণ হয়ে যাবে, পৃথিবী খন্ড-বিখন্ড হবে ও পর্বতসমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে আপতিত হবে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছেঃ

সুরা ২০ ত্বহা, আয়াতঃ ৭২

قَالُوا لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (72)

তারা বললোঃ আমাদের নিকট যে স্পষ্ট নিদর্শন এসেছে তার উপর এবং যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর উপর তোমাকে কিছুতেই আমরা প্রাধান্য দিব না, সুতরাং

যা তুমি করতে চাও কর, তুমি তো শুধু এই পার্থিব জীবনের উপর কর্তৃত্ব করতে পার।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছেঃ

সুরা ২১ আল-আম্বিয়া, আয়াতঃ ৫৬

قَالَ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ (56)

তিনি বললেনঃ না, তোমাদের প্রতিপালক তো আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক, যিনি ওগুলি সৃষ্টি করেছেন এবং এই বিষয়ে আমি অন্যতম সাক্ষী।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছেঃ

সুরা৩০ রুম , আয়াতঃ ৩০

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (30)

তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন । আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই; এটা সরল দ্বীন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছেঃ

সুরা ৩৬ ইয়াসীন, আয়াতঃ ২২

وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (22)

আমার কি হয়েছে যে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যার নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে আমি তাঁর ইবাদত করবো না?

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছেঃ

সুরা ৪২ আশুরা, আয়াতঃ ৫

تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ
يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ أَلَا
إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (5)

আকাশমন্ডলী তার উর্ধদেশ হতে ফেটে(ভেঙ্গে) পড়ার উপক্রম এবং ফেরেশ্তারা তাদের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং

জগদ্বাসীদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে। সাবধান! নিশ্চয় আল্লাহ, তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছেঃ

সুরা ৪৩ আয যুখরুফ, আয়াতঃ ২৭

إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ (27)

সম্পর্ক আছে শুধু তাঁরই সাথে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই আমাকে হেদায়েত দিবেন।

২) إِنْفَطَرَ ফরম ৭ ক্রিয়া Form VII Verb অর্থ to cleft asunder ফেটে যাওয়া, ১ বার এসেছে।

সুরা ৮২ ইনফিতার আয়াতঃ ১

إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ (1)

যখন আকাশ ফেটে যাবে,

৩) فِطْرَتَ বিশেষ্য Noun অর্থ স্বভাব Nature ১ বার এসেছে

সুরা ৩০ আর রুম, আয়াতঃ ৩০

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (30)

তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই; এটা সরল দ্বীন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।

৪) فُطُورٍ বিশেষ্য Noun অর্থ খুঁৎ flaw ১ বার এসেছে।

সুরা ৬৭ মুল্‌ক আয়াতঃ ৩

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِن تَفَاوُتٍ

فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ (3)

তিনি সৃষ্ট করেছেন স্তরে স্তরে সাতটি আকাশ। দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কোন খুঁত দেখতে পাবে না; আবার তাকিয়ে দেখো, কোন ত্রুটি দেখতে পাও কি?

৫) فَاطِرْ Active Participle অর্থ সৃষ্টিকর্তা, সৃষ্টির সূচনাকারী Creator, Originator ৬ বার এসেছে।

সুরা ৬ আন'আম, আয়াতঃ ১৪

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (14)

(হে মুহাম্মাদ(সঃ!) তুমি জিজ্ঞেস কর, আমি কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকেও নিজের পৃষ্ঠপোষক ও বন্ধুরূপে গ্রহণ করবো (সেই আল্লাহকে বর্জন করে) যিনি হলেন আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা? তিনি রিযিক দান করেন; কিন্তু তাকে কেউ রিযিক দান করেন না, তুমি বলঃ আমাকে এ আদেশই করা হয়েছে যে, আমি সকলের আগেই ইসলাম গ্রহণ করি(আর

আমাকে বিশেষভাবে তাকিদ করা হয়েছে যে,) তুমি মুশরিকদের মধ্যে শামিল হবে না।

সুরা ১২ ইউসুফ, আয়াতঃ ১০১

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (101)

হে আমার প্রতিপালিক! আপনি আমাকে রাজ্য দান করেছেন এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছেন ; হে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা ! আপনিই ইহলোক ও পরলোকে আমার অভিভাবক, আপনি আমাকে মুসলিম হিসাবে মৃত্যু দান করুন, এবং আমাকে সৎকর্ম পরায়নদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

সুরা ১৪ ইবরাহীম, আয়াতঃ ১০

قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى قَالُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ (10)

তাদের রাসুলগণ বলেছিলেনঃ আল্লাহ সম্বন্ধে কি কোন সন্দেহ আছে যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা? তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করেন তোমাদের পাপ মার্জনা করবার জন্যে এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদেরকে অবকাশ দিবার

জন্যে; তারা বলতোঃ তোমরাতো আমাদের মতই মানুষ; আমাদের পিতৃ পুরুষগণ যাদের ইবাদত করতো তোমরা তাদের ইবাদত হতে আমাদেরকে বিরত রাখতে চাও; অতএব তোমরা আমাদের কাছে কোন অকাট্য প্রমাণ উপস্থিত কর।

সুরা ৩৫ ফাতির, আয়াতঃ ১

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1)

যাবতীয় প্রশংসা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহরই, যিনি ফেরেশতাদেরকে বার্তাবাহক করেছেন যারা দুই-দুই, তিন-তিন, ও চার-চার পাখা বিশিষ্ট। তিনি (তাঁর) সৃষ্টিতে যা ইচ্ছা বৃদ্ধি করেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

সুরা ৩৯ আয্ যুমার, আয়াতঃ ৪৬

قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (46)

বলঃ হে আল্লাহ! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য ও প্রকাশ্যের পরিজ্ঞাতা! আপনার বান্দারা যে বিষয়ে মতবিরোধ করে, আপনি তাদের মধ্যে ওর ফয়সালা করে দিবেন।

সুরা ৪২ আশ ‘শুরা, আয়াতঃ ১১

فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (11)

তিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথ্বিীর সৃষ্টিকর্তা, তিনি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং চতুষ্পদ জন্তুগুলোর মধ্য হতে (তাদের) জোড়া; এভাবে তিনি তাতে তোমাদের বংশ বিস্তার করেন; কোনকিছুই তার সদৃশ নয়। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রোষ্টা।

৬) مُنْفَطِرٌ Active Participle (form vii) অর্থ ফেটে যাবে, will break apart. একবার এসেছে।

সুরা ৭৩ মুজাম্মেল আয়াতঃ ১৮

السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا (18)

যেদিনের কঠো রতায় আকশ ফেটে যাবে ; তার প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।

২) আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ

সুরা রুম ৩০, আয়াতঃ ৩০

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (30)

তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন । আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই; এটা সরল দ্বীন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।

ব্যাখ্যাঃ فِطْرَة অর্থ প্রকৃতি । আল্লাহ মানুষকে যে সহজাত প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন ওটাই فِطْرَةُ اللهِ ফিত্‌রাতুল্লাহ। আর এ ফিত্‌রাতুল্লাহই ইসলাম।

ফিতরাত সংক্রান্ত হাদীসঃ

১) প্রত্যেক শিশুই মানব প্রকৃতি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তার বাবা-মা ই তাকে পরে ইহুদী, খৃষ্টান, মাযুসী ইত্যাদি বানায়। এর উদাহরণ হল এমন একটি প্রাণী যে পূর্ণাঙ্গ শিশু জন্ম দেয়, কেউই কান ছেঁড়া ও কাটা নিয়ে জন্মায় না কিন্তু মুশরিকরা তাদের অজ্ঞতার কারণে তাদের কান ছিঁড়ে ফেলে।

(সহীহ বুখারী এবং মুসলিম)

২) যুদ্ধের সময় মুসলমানেরা শত্রু পক্ষের শিশুদের হত্যা করতো। যখন নবী(সাঃ) এটা জানতে পারলেন তখন তিনি

ভীষণ রেগে গেলেন, এবং বললেন," মানুষের কি হয়েছে যে তারা সীমা লঙ্ঘন করেছে এমনকি শিশুদের হত্যা করেছে? এক ব্যক্তি বললো, "তারা কি মুশরিকের সন্তান ছিল না?" নবী (সাঃ) উত্তর দিলেন "তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠরাও মুশরিকের সন্তান!" তারপর তিনি বললেন, "প্রত্যেক জীবই প্রকৃতির উপর জন্মগ্রহণ করে: তারপর যখন সে কথা বলতে সক্ষম হয় তখন তার পিতামাতা তাকে ইহুদী বা খ্রিস্টান করে তোলে।"(মুসনাদ, আহমদ এবং নাসাঈ)

৩) একদিন রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ভাষণ দিতে গিয়ে বললেন, আমার রব বলেন, আমি আমার সকল বান্দাকে সত্য বিশ্বাসের উপর সৃষ্টি করেছি; অতঃপর শয়তান এসে তাদের ঈমান থেকে বিপথগামী করে এবং তাদের জন্য যা হালাল করেছিলাম তা হারাম করে দেয় এবং তাদেরকে আদেশ করে। আমার সাথে তাদের শরীক করা যাদের জন্য আমি কোন প্রমাণ নাযিল করিনি" (মুসনাদ, আহমদ)

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আমাদের দোয়াঃ হে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে ইসলামের সঠিক জ্ঞান দান করুন এবং সঠিক জ্ঞান মোতবেক আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন। আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন। দুনিয়া ও আখেরাতে আমাদের উপর রহমত নাযিল করুন।

আমীন।

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

.....